লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ১০ জুলাই ২০১৮
Siliguri•Tuesday• July 10, 2018
Arthik Lipi, Page 3

যাদবপুরে অচলাবস্থা অব্যাহত

আন্দোলনকারীদের মুখোমুখি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : জট কাটার কোনও সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। অচলাবস্থা অব্যাহত যাদবপুরে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদন সত্ত্বেও আন্দোলন প্রত্যাহার করতে নারাজ পড়ুয়ারা। প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনার দাবিতে অনড় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা। সোমবারও তাঁরা নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে আন্দোলন চালিয়ে যান। এরই মাঝে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। ছাত্রদের তিনি জানান, 'আমি চেয়ারে বসে আইনের বাইরে কিছু করতে পারি না। উপাচার্য হিসাবে ইসির সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। পদে না থাকলে অন্য মতবাদ হত।' বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের তিনি এ-ও বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই স্বাধীকার হারাতে চাই না।'

কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির ক্ষেত্রে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা দেখিয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। উপাচার্য সহ অন্যান্যদের ঘেরাও করে রাখা হয়। শেষমেশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে । নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বুধবার কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না। নম্বরের ভিত্তিতেই হবে ভর্তি। তারপর থেকেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা।

শুক্রবার রাত থেকে তারা অনশনে বসেন। এদিন সকালে সেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই কথা বলেন উপাচার্য। তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীকার রক্ষার পক্ষেই, সেকথাও বলেন উপাচার্য। যদিও বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, 'উপাচার্য স্বাধীকার রক্ষার কথা বললেও তিনি যে কাজ করছেন তাতে মোটেও প্রকাশ পাচ্ছে না যে, তিনি স্বাধীকার পন্থী।' যাদবপুরের কলা বিভাগের ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তারপরেই ইসি'র বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষার বদলে এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। এই প্রেক্ষাপটেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে, যাদবপুরের স্বাধীকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না তো? কিন্তু এদিন উপাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি স্বাধীকারের পক্ষে।

এদিন উপাচার্য আন্দোলনকারী ছাত্রদের আরও বলেন, 'আমি আচার্যকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। তাঁর থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। দু'-এক দিনের মধ্যেই রিপোর্ট এসে যাবে। আচার্যের তরফে কোনও বার্তা ছাড়া কিছু করতে পারব না।' যতক্ষণ না আচার্যের তরফে কোনও রিপোর্ট আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলনকারীদের অনশন বন্ধ রাখার জন্য আবেদন জানান উপাচার্য। কিন্তু সেই আবেদনে সাড়া দিতে নারাজ ছাত্ররা। তারা নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। এদিনই অনশনরত এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

যাদবপুর নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ সুজন চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিয়ে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। সোমবার দুপুরে তিনি রাজভবনে যান। রাজ্যপাল তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে তা কাটানোর জন্য রাজ্যপালকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আবেদন করেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর সুজন চক্রবর্তী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, 'আমি রাজ্যপালকে বলেছি, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। সেখানকার অচলাবস্থা কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন।'

প্রসঙ্গত, কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির ক্ষেত্রে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা দেখিয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। উপাচার্য সহ অন্যান্যদের ঘেরাও করে রাখা হয়। শেষমেশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে । নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বুধবার কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না। নম্বরের ভিত্তিতেই হবে ভর্তি। তারপর থেকেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার রাত থেকে তারা অনশনে বসেন। এই প্রেক্ষাপটেই এদিন রাজ্যপালের কাছে সুজন চক্রবর্তীর দরবার। এদিন বিকেলে বিধানসভায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যাদবপুর প্রসঙ্গে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-মর্যাদা, ঐতিহ্য নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'যাদবপুরকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে শাসকদলের বাহিনী।' সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছি, আপনি আচার্য হিসাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন। অচলাবস্থা থেকে যাদবপুরকে বের করতেই হবে। উনি বলেছেন, বিষয়টি তিনি দেখবেন। ওনাকে দেখেও মনে হল, উনি বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন।' বাম পরিষদীয় দলনেতার আরও বক্তব্য,'ভর্তির বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার। এটা সেখানকার শিক্ষক বা অ্যাডমিশন কমিটি ঠিক করবে। কিন্তু সেখানকার স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এই হস্তক্ষেপে শিক্ষামহল যেমন ব্যথিত তেমনই রাজ্যের সচেতন মানুষও ব্যথিত।'

পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার : পার্শ্ব শিক্ষকদের জন্য সুখবর। প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দু'টি স্তরেই পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করল রাজ্য সরকার। সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পার্শ্ব শিক্ষকদের নিয়ে একটি সভা হয়। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক দু'টি স্তরেই পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো হচ্ছে। আগে প্রাথমিক স্তরের পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন ছিল ইপিএফ সহ ৫ হাজার ৯৯৪ টাকা। তা বেড়ে নতুন বেতন হয়েছে ১০ হাজার টাকা। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন ছিল ইপিএফ সহ ৮ হাজার ১৮৬ টাকা। তা বৃদ্ধি হয়ে নতুন বেতন হয়েছে ১৩ হাজার টাকা। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ১ মার্চ,২০১৮ থেকেই এই নতুন বেতন লাগু হবে। এ ছাড়া প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শিক্ষকদের এতদিন পর্যন্ত ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। শিক্ষামন্ত্রী এদিন ঘোষণা করেন, এই সংরক্ষণ আরও ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অর্থাৎ এবার থেকে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শিক্ষকদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে। তবে, বেতন বৃদ্ধি ও শিক্ষক নিয়োগে সংরক্ষণের পরেও ক্ষুব্ধ ও হতাশ বহু পার্শ্ব শিক্ষক।

কারণ, এতদিন ধরে পার্শ্ব শিক্ষকদের প্রধান একটি দাবি স্থায়ীকরণ সম্পর্কে কোনও কিছু বলেননি শিক্ষামন্ত্রী। মালদহের একজন পার্শ্ব শিক্ষিকা সুজাতা মণ্ডল বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও পার্শ্ব শিক্ষকদের স্থায়ী করার বিষয়ে আজ কিছুই বলা হয়নি।'' আর এক পার্শ্ব শিক্ষিকা সুজাতা দাস বলেন,''আমাদের ৩৩ হাজারের জায়গায় মাত্র ১৩ হাজার দেওয়া হচ্ছে। অথচ, অন্যান্য রাজ্য এর থেকে অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয়। আমরা খুব হতাশ। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষামন্ত্রী সমিতির তরফ থেকেও। এই সংগঠনের সহ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, ''এটা নাকের বদলে নরুন হয়ে গেল।

আমরা ভেবেছিলাম সরকার পার্শ্ব শিক্ষকদের পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের মর্যাদা দিয়ে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে পার্শ্ব শিক্ষকদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হল না।''

ধর্ষণে সাহায্য নির্যাতিতার বান্ধবীর, গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার : ফের শহরে ধর্ষণের শিকার এক তরুণী। রবিবার একটি আন্তর্জাতিক এনজিও'র কর্মী বছর ২৪-এর এক তরুণীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ওই তরুণী নির্মল চন্দ্র স্ট্রিটের একটি আন্তর্জাতিক এনজিও'র অফিসে গিয়েছিলেন। নির্যাতিতা তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, রবিবার রাতে তিনি ওই জায়গায় তার এক বান্ধবীর সঙ্গে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাদের নিয়ে আসা হয় একটি ফাঁকা ফ্ল্যাটে। আর তারপরই আন্তর্জাতিক এনজিও'র কর্মী শেখ রাজীব হুসেন (৩০) তার উপর যৌন নির্যাতন করে। শুধু তাই নয়, নিজের অভিযোগে তরুণী জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ ঘটনায় অভিযুক্ত রাজীব হুসেনকে সাহায্য করেছে তার বান্ধবী বৈশাখী করণ বিশ্বাস (২৪)।

নির্মল চন্দ্র স্ট্রিটের বাসিন্দা নির্যাতিতা তরুণী বৌবাজার থানায় অভিযুক্ত শেখ রাজীব হুসেন ও বৈশাখী করণ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ওই এনজিও কর্মী তার বান্ধবীর পূর্ব পরিচিত।

ঘটনার দিন নির্যাতিতার বান্ধবী বৈশাখীর পরিচয় সূত্রেই তারা দেখা করতে গিয়েছিলেন ওই আন্তর্জাতিক এনজিও'র কর্মীর সঙ্গে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর অভিযোগ পাওয়ার পর সোমবার বিকেলে হাওড়ার কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় কড়েয়া রোডের বাসিন্দা শেখ রাজীব হুসেনকে।

শুধু তাই নয়, হরিদেবপুর থানার বাসিন্দা বৈশাখী করণ বিশ্বাসকেও ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর আগে এ ধরনের কোনও কাজে অভিযুক্ত শেখ রাজীব হোসেন ও বৈশাখী করণ বিশ্বাস যুক্ত ছিল কি না তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বচসার জেরে প্রকাশ্যে গুলি বেনিয়াপুকুরে

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার বিকেলে এন্টালি ও বেনিয়াপুকুর সংলগ্ন সৈয়দ আহমেদ শাহ রোডের পাশে আবাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ঝামেলার জেরে প্রকাশ্যে গুলি চালানো হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী ওই এলাকার বাসিন্দা লম্বু পাপ্পু ও আমিনের মধ্যে এদিন বিকেলে বচসা শুরু হয়। বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। লম্বু পাপ্পু আমিনকে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে। আমিনকে বাঁচাতে ঘটনাস্থলে এসে পড়ে আমিনের ভাই। আর তাতেই রেগে পাপ্পু নিজের রিভলবার বের করে গুলি চালায় আমিনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি গিয়ে লাগে রাস্তার ধারে। আর সেখান থেকেই কিছু ছুটে এসে লাগে পাপ্পুর পায়ে। এরপরেই যখন পাপ্পু রিভলবার ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে সেখান থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘায়েল পাপ্পুকে ইকবালপুরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ সূত্রে আর জানা গেছে, পাপ্পু ঘটনাস্থল থেকে পালাবার চেষ্টা করলে এলাকার বাসিন্দারা তাকে ধরে ফেলে এবং মারধর করে। হাতাহাতির মধ্যেই পাপ্পুর হাতে থাকা রিভলবারটি নিয়ে নেয় এলাকাবাসীরা। পরে ওই বন্দুক পুলিশের হাতে তারাই তুলে দেয়।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ওই পিস্তলটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে। পাপ্পুর ব্যবহার করা পিস্তলটি একটি ৭এমএম-এর পিস্তল ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, পাপ্পুর কাছ থেকে এক রাউন্ড গুলিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, কয়েকদিন আগে পাপ্পুর একটি আবাসন তৈরির কাজের বিরুদ্ধে একটি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ওই অভিযোগে অনুযায়ী পাপ্পুর ওই আবাসন তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের অনুমান ওই আবাসন নির্মাণের কাজ নিয়েই এদিন বিকেল ৪.৩০টে নাগাদ বচসা শুরু হয়েছিল পাপ্পু এবং আমিনের মধ্যে। আমিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই ইতিমধ্যেই নিয়ে আসা হয়েছে বেনিয়াপুকুর থানায়।

এদিকে প্রকাশ্যে বিকেলবেলায় এভাবে রাস্তার উপর গুলি চলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রশ্ন উঠছে পাপ্পুর কাছে ওই পিস্তল কোথা থেকে এল?এর আগে পাপ্পু-আমিন কারও বিরুদ্ধে এ ধরনের কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় পাপ্পুর সঙ্গে বেআইনি পিস্তল কারবারিদের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, পাপ্পুর বিরুদ্ধে আমিনের বয়ান কতটা সত্যি তাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পাপ্পু ও আমিনের মধ্যে এদিনের ঘটনার পেছনের কারণ আবাসন নাকি অন্য কিছু তাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মহিলার শ্লীলতাহানি

স্টাফ রিপোর্টার: রাতের অন্ধকারে মহিলাকে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ ওঠে। বিধাননগর উত্তর থানা এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা রাতেই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। রবিবার রাত দশটা দশ থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে তিনি সি আইল্যান্ড ধরে বাইপাসের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামীও।

অভিযোগ, সেই সময় অন্ধকারে এক ব্যক্তি ছুটে এসে তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে। যাতে মহিলা পিছন ফিরে তাকাতে না পারেন। সেই কারণে তাঁকে জড়িয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরে ওই দুষ্কৃতী ফের পালিয়ে যায় একটি দোকানের পিছন দিকে।

সেই কারণেই সোমবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি দল ওই দোকানে গিয়ে সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ জোগাড় করছেন। তবে দুষ্কৃতীকে এখনও ধরা যায়নি।

ভাগাড়কাণ্ডের পর সংগৃহীত মাংসের নমুনা বেশিরভাগ নিরাপদ:সূত্র

স্টাফ রিপোর্টার: ভাগাড়কাণ্ডের পর সংগৃহীত বেশিরভাগ মাংসের নমুনাই নিরাপদ। সূত্রের খবর, ১৭ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ছিল। যার মধ্যে কাঁচা মাংস ও রান্না মাংস ছিল যা পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ১৬ টি নিরাপদ। আর ১টি কোনও কারণ বশত পরীক্ষা করা যায়নি, এমনটাই জানা যায়। আর কিছু ফরমাল এবং ইনফরমাল নমুনা সংগ্রহ করা হয়ছিল। সেই নমুনাগুলির মধ্যে কোনও জীবাণু আছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। প্রায় ১৮২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্যে ১৭৬ টি নিরাপদ রয়েছে। আর ৬টি নিরাপদ নয় বলেই জানা গেছে সূত্রে। এই নমুনাগুলি পরীক্ষা করা হয় কিছু সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাব ও কিছু পুররসভা পরীক্ষাগারে। কাজেই মাংস নিয়ে দুশ্চিন্তার দিন শেষ। ভাগাড়কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় হয়েছে শহর। প্রসঙ্গত, বজবজের পচা মাংস বিক্রির ঘটনা সামনে আসার পর তৎপর হয়ে ওঠে পুরসভা। শহরের বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালায়। খোদ মেয়র পারিষদ(স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শুরু হয় অভিযান। সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন স্থান থেকে মাংসের নমুনা। তা পাঠানো হয় পরীক্ষাগারে। এমনকি পুরসভার বাজারগুলিতেও নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়, যেন কাটা মুরগি বিক্রি না করা হয়। সম্প্রতি ভাগাড়কাণ্ড নিয়ে যাবতীয় রিপোর্ট নবান্নের কাছে পাঠাতে হবে বলেই জানা গেছে। সেখানেই তৈরি হয় কমিটি। তবে সূত্রের খবর অনুযায়ী, সংগৃহীত নমুনা বেশিরভাগই নিরাপদ বলেই জানা গেছে। ভাগাড়কাণ্ডের আতঙ্কের জেরে বাজারে মুরগি বিক্রি কম হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ মাংস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। তবে রিপোর্টের এই তথ্য চিকেনপ্রিয় মানুষের কাছে অবশ্যই সুখের খবর বলেই জানা গেছে। সরকারিভাবে এসংক্রান্ত কোনও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।

খোদ কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট হ্যাক, ধৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট হ্যাক করার চেষ্টা করায় গ্রেফতার করা হল এক ব্যক্তিকে। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা রাজীব কুমার বব্বর নামে এক ব্যক্তি কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট হ্যাক করতে চেষ্টা করলে গত ৩ মে সাইবার সেলে এ নিয়ে একটি অভিযোগ জমা করেন স্নেহাশিস শেঠ নামে সাইবার সেলেরই একজন পুলিশ অফিসার। এরপর রবিবার কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করে রাজীব কুমার বব্বরকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে অন্যান্য রাজ্যেও এ ধরনের ওয়েবসাইট হ্যাকিংয়ের কাজ সে করেছে। শুধু তাই নয়, লালবাজার সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী কর্নাটকের শ্রীরঙ্গপট্টমের বর্তমান বাসিন্দা রাজীব কুমার বব্বর। ধৃত রাজীবকে আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

পৃথিবীর নামে স্মৃতি সৌধ নির্মাণের প্রয়াস

স্টাফ রিপোর্টার : ধরিত্রী মাতাকে সুস্থ রাখার বার্তা দিয়ে পৃথিবীর নামেই স্মৃতি সৌধ নির্মাণের জন্য শুরু হল প্রয়াস। আর প্রয়াসে উদ্যোগী হয়েছে 'আর্ট মাদার আর্থ ফাউন্ডেশন।' এই উদ্যোগের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পক্ষ থেকে। সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আর্ট মাদার আর্থ ফাউন্ডেশনের পক্ষে মাইকেল তরুণ সাংবাদিকদের জানান, 'ধরিত্রী মাতাকে স্বাস্থ্যকর রাখার প্রয়াস স্বরূপ তাঁর একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।' আর্ট মাদার আর্থ ফাউন্ডেশনের দাবি, 'এই স্মৃতি সৌধ পৃথিবীতে প্রথম ও শেষ আশ্চর্য রূপে খ্যাতি লাভ করবে।' এদিন সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়, পৃথিবীর নামে যে স্মৃতি সৌধ তৈরি হবে তা আগামীদিনে পৃথিবীকে সুস্থ ও সবল রাখার বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করবে। মাইকেল তরুণ জানিয়েছেন, পৃথিবীর নামে যে স্মৃতি সৌধ তৈরি হবে সেটি পৃথিবীর দূষণ রোধের লক্ষ্যে বার্তা দেবে। ধর্মান্ধতা, জাতপাতের মতো ধারণাকে দূর করে সম্প্রীতির বার্তা দেবে এই স্মৃতি সৌধ। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। এই স্মৃতি সৌধ নির্মাণে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন মানচিত্রে প্রথম স্থান অধিকার করবে বলেও দাবি আর্ট মাদার আর্থ ফাউন্ডেশনের।